যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

এমপিও প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি

যাযাদি রিপোর্ট

এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এমপিও প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছে। আগামী ২০ মের মধ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অগ্রায়ণপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) পৌঁছাতে হবে। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এমপিওভুক্তি (বেতনবাবদ মাসিক সরকারি অংশ প্রদান) নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নির্দেশিকা সম্পর্কে জানান এবং এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

এমপিওভুক্ত করা সরকারের একটি বড় ধরনের কাজ ও চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, পাঠদানের অনুমতি পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। এবার এমপিও'র জন্য সাত হাজার ৫৩৩টি আবেদনপত্রের মধ্যে সাত হাজার বৈধ আবেদন জমা পড়ে। প্রথমবারের মতো এমপিওভুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে নতুন এমপিওভুক্ত করা হয়েছে, যা প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এর ফলে ১৩ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন এতদিন কারিগরি শিক্ষা

নির্দেশিকা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

নির্দেশিকা : এমপিও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানকে এমপিও'র ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হতো না। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে এবার ৩১২টি কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমপিওভুক্তিতে কয়েকটি জেলার প্রাধান্য এবং এমপিও বৈষম্য নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, প্রাপ্যতার চেয়ে কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পিছিয়ে পড়া, চরাঞ্চল এলাকা, নারী শিক্ষা পশ্চাৎপদ, যোগ্যতা প্রাধান্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে এমপিও দেয়া হয়েছে। যারা এবার বঞ্চিত হয়েছেন তাদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে তিনি বলেন, প্রতি বছর এমপিও'র জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে। এবার যারা বঞ্চিত হয়েছেন আগামী বাজেটে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হবে। অরসাম্যহীনভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা শিক্ষার মান বজায় রাখতে পারছে না এগুলো চিহ্নিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এতে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে।

আগামী বাজেটের পূর্বে এমপিও'র জন্য জারি করা নির্দেশনা মেনে বরাদ্দের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে কিনা এবং এ নিয়ে কেউ হয়রানির শিকার হবেন কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ রশীদ বলেন, প্রতিশ্রুতি দিতে পারি উপজেলা, জেলা, অঞ্চল এবং মাউশি অধিদপ্তরে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। নতুন জারি করা নির্দেশিকা সম্পর্কে শিক্ষকরা পূর্বে থেকে জানেন বলে তিনি জানান।

এমপিও প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতপত্র জমা দিতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটির সত্যায়িত কপি, এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের জিও জমা দিতে হবে।

১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রতিস্বাক্ষরিত অঙ্গীকারনামা মূল কপি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের পূরণকৃত জরিপ ফরম, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিবরণী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরসহ প্রতিষ্ঠান প্রধান, গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/জেলা শিক্ষা প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে। স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্ষেত্রে স্কুল শাখার শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও কপি ও পূর্ণ বিবরণী জমা দিতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে টেবুলেশনশিটে (সভাপতি, ডিজি'র প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের) নামের সিলমোহরসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটিতে বিধি মোতাবেক সরকারি প্রতিনিধি সংক্রান্ত সত্যায়িত কাগজপত্র, কমিটির সুপারিশ গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির সভায় অনুমোদন রেজুলেশন জমা দিতে হবে।

বিএসসি (গণিত), জীববিদ্যা/কৃষিশিক্ষক ও প্রদর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ের পাসের নম্বরপত্র জমা দিতে হবে। হিন্দু ধর্মের শিক্ষক এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থীর বিবরণ জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদনসহ দিতে হবে। কম্পিউটার শিক্ষক এমপিও'র ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদনসহ ন্যাশনাল বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ছয় মাস প্রশিক্ষণের সনদ থাকতে হবে।

এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সব কাগজপত্র (নিয়োগ/রেজুলেশন/শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ) প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, দাখিল মাদ্রাসার সব কাগজ জেলা শিক্ষা অফিসার সত্যায়িত করবেন। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। এক্ষেত্রে ৪ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত নীতিমালার পরিশিষ্ট- ঙ, চ, ছ মোতাবেক আবেদনপত্র মাউশি অধিদপ্তরে পাঠাতে হবে।